# অহংকারের পরিণতি

10/19/2017

সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমার

**সুন্নাতে ভরা বয়ান**

**(Bangla)**

(For Islamic Brothers)

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا حَبِيْبَ اللّٰه

اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا نَبِيَّ اللّٰه وَعَلٰى اٰلِكَ وَاَصْحٰبِكَ يَا نُوْرَ اللّٰه

نَوَيْتُ سُنَّتَ الْاِعْتِكَاف

(অর্থাৎ আমি সুন্নাত ইতিকাফের নিয়্যত করলাম।)

যখনই মসজিদে প্রবেশ করবেন, মনে করে নফল ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন। কেননা, যতক্ষন মসজিদে থাকবেন, নফল ইতিকাফের সাওয়াব অর্জিত হতে থাকবে এবং সাধারনভাবে মসজিদে খাওয়া-দাওয়াও জায়িয হয়ে যাবে। ইতিকাফের নিয়্যতও শুধুমাত্র খাওয়া দাওয়া বা ঘুমানোর জন্য যেন না হয় বরং এর উদ্দেশ্য যেন **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি জন্যই হয়। ফতোওয়ায়ে শামীতে বর্ণিত রয়েছে: যদি কেউ মসজিদে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে চায় তবে ইতিকাফের নিয়্যত করে নিন, কিছুক্ষণ **আল্লাহ্ তায়ালার** যিকির করুন অতঃপর যা ইচ্ছা করুন (অর্থাৎ এবার চাইলে খাওয়া দাওয়া বা ঘুমাতে পারেন)।

## দরূদ শরীফের ফযীলত

**নবীয়ে রহমত, শফিয়ে উম্মত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে আমার প্রতি একবার দরূদে পাক পাঠ করলো, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার প্রতি দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন এবং যে দশবার দরূদে পাক পাঠ করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার প্রতি এক'শটি রহমত প্রেরণ করেন আর যে একশত বার দরূদে পাক পাঠ করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার প্রতি এক হাজারটি রহমত অবতীর্ণ করেন আর যে এক হাজার (১০০০)বার দরূদে পাক পাঠ করে তবে আমি এবং সে (ব্যক্তি) জান্নাতের দরজায় একসাথেই থাকবো। (আল কওলুল বদী, আল বাবুস সানী ফি সাওয়াবিস সালাত..., ২৪১ পৃষ্ঠা)

দরদ ও আ'লাম মে তাসকীন ইনহে মিলতি হে, নাম উন কা জু মুসিবত মে লিয়া করতে হে।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** সাওয়াব অর্জনের উদ্দেশ্যে বয়ান শ্রবণ করার পূর্বে কিছু ভালো ভাল নিয়্যত করে নিই। **ফরমানে মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم হচ্ছে: "نِيَّةُ الْمُؤْمِنِ خَيْرٌ مِنْ عَمَلِهٖ" মুসলমানের নিয়্যত তার আমল অপেক্ষা উত্তম।

(মু'জামুল কাবীর, সাহাল বিন সা'আদ, ৬/১৮৫, হাদীস: ৫৯৪২)

## দু'টি মাদানী ফুল:

(১) ভালো নিয়্যত ছাড়া কোন উত্তম কাজের সাওয়াব পাওয়া যায় না।

(২) ভালো নিয়্যত যত বেশি হবে, সাওয়াবও তত বেশি পাওয়া যাবে।

## বয়ান শ্রবণ করার নিয়্যত সমূহ

✱ দৃষ্টিকে নত রেখে গভীর মনোযোগ সহকারে বয়ান শ্রবণ করবো। ✱ হেলান দিয়ে বসার পরিবর্তে **ইলমে দ্বীনে**র সম্মাণার্থে যতক্ষণ সম্ভব দু'যানু হয়ে বসবো। ✱ প্রয়োজনে সামনে এগিয়ে অন্যদের জন্য জায়গা প্রসারিত করবো। ✱ ধাক্কা ইত্যাদি লাগলে ধৈর্যধারণ করবো, ধমকানো, ঝগড়া করা বা বিশৃংখলা করা থেকে বেঁচে থাকবো। ✱ تُوْبُوْا اِلَى الله! ,اُذْكُرُوا الله! ,صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! ইত্যাদি শুনে সাওয়াব অর্জন এবং আওয়াজ প্রদানকারীর মনতুষ্টির জন্য উচ্চস্বরে উত্তর প্রদান করবো। ✱ বয়ানের পর নিজেই আগে এসে সালাম ও মুসাফাহা এবং ইনফিরাদী কৌশিশ করবো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই দুনিয়া, যেখানে আমরা আমাদের জীবন অতিবাহিত করছি, আসলে এটি হচ্ছে আখিরাতের শষ্যক্ষেত্র এবং জীবন হচ্ছে মৃত্যু পর্যন্ত পৌঁছানোর একটি মাধ্যম। সুতরাং আমাদের ভাল মন্দ আমলগুলো আখিরাতের জন্য একটি ভান্ডারে পরিনত হচ্ছে এবং আমাদের প্রত্যেকটি নিশ্বাস আমাদেরকে মৃত্যুর নিকটবর্তী নিয়ে যাচ্ছে। বুদ্ধিমান (Wise) মানুষ সেই, যে নিজের নিশ্বাসকে **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টি ও আনুগত্যে অতিবাহিত করে, আখিরাতে উপকার প্রদানকারী আমল করে এবং ক্ষতিকর আমল থেকে নিজেকে দূরে রাখে। মনে রাখবেন! চুরি, মদপান এবং কুদৃষ্টির ন্যায় প্রকাশ্য গুনাহ থেকে বাঁচার পাশাপাশি

অভ্যন্তরীন গুনাহ সম্পর্কে জানা এবং তা থেকে বাঁচাও প্রয়োজন। অভ্যন্তরীণ গুনাহ দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে সেই গুনাহ, যার সম্পর্ক হচ্ছে অন্তরের সাথে, যেমন; বিদ্বেষ ও শত্রুতা, হিংসা, লৌকিকতা (রিয়াকারী) এবং আত্ম**অহংকার** ইত্যাদি, এই গুনাহসমূহকে চেনা খুবই কঠিন, তাই তা থেকে বাঁচাও কঠিন, এরূপ অভ্যন্তরীন গুনাহ সমূহের মধ্যে একটি খুবই বিপদজনক গুনাহ হচ্ছে "**অহংকার**" (Arrogance), **অহংকার** এমন এক ধ্বংসাত্মক রোগ, যা অসংখ্য গুনাহকে নিজের সাথে নিয়ে আসে এবং অসংখ্য মঙ্গল থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। যেমনিভাবে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ বলেন: **অহংকারী** ব্যক্তি যা কিছু নিজের জন্য পছন্দ করে, নিজের মুসলমান ভাইয়ের জন্য তা পছন্দ করতে পারে না, এমন ব্যক্তি বিনয়ী হতে পারে না, যা তাকওয়া ও পরহেযগারীতার মূল, বিদ্ধেষও ছাড়তে পারে না, হিংসা থেকে বাঁচতে পারে না, কারো মঙ্গলকামনা করতে পারে না, অপরের উপদেশ গ্রহণ করা থেকে বঞ্চিত থাকে, মানুষের গীবতে লিপ্ত হয়ে যায়। মোটকথা **অহংকারী** ব্যক্তি নিজের দম্ভকে বজায় রাখার জন্য যেকোন মন্দ কাজ করতে বাধ্য এবং যেকোন ভাল কাজ করাতে অক্ষম হয়ে যায়। **(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যম্মিল কবর ওয়াল আজব, বাবু বয়ানি হাকিকাতুল কবর ওয়া আ'ফতাহ, ৩/৪২৩)**

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য নিজের মাঝে বিনয় সৃষ্টি করা এবং **অহংকারে**র মতো মন্দ আপদ থেকে নিজেকে বহু দূরে রাখা, আজকের এই বয়ানে اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ আমরা **অহংকারে**র পরিণতি এবং কোন মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করার নিন্দা সম্পর্কে শুনবো। আসুন! সর্ব প্রথম এসম্পর্কে একটি ঘটনা শুনি যে, আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনরা رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالٰی **অহংকার**কে কিরূপ অপছন্দ করতেন। যেমনিভাবে-

## অহংকারের প্রতি আ'লা হযরতের অসন্তুষ্টি

খলিফায়ে আ'লা হযরত মাওলানা সৈয়দ আইয়ুব আলী রযবী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর বর্ণনা হচ্ছে যে, এক ব্যক্তি যার নাম আমার মনে নেই আ'লা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দীদে দ্বীন ও মিল্লাত, হযরত আল্লামা মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيْهِ এর খেদমতে উপস্থিত হতো এবং হুযুর (আ'লা

www.dawateislami.net

হযরত) তাদের ওখানে তাশরীফ নিয়ে যান, তার মহল্লার এক গরীব মুসলমান ভাঙ্গা পুরোনো খাটের উপর যা তার আঙ্গিনার (Courtyard) পাশে পড়ে ছিলো তাতে সংশয় নিয়ে বসেই ছিলো, ঘরের মালিক খুবই কড়া দৃষ্টিতে তার দিকে তাকাতে লাগলো, এমনকি সে অপমানে মাথা ঝুকিয়ে নিয়ে উঠে চলে গেলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ঘরের মালিকের এই **অহংকারী** আচরণে খুবই কষ্ট পেলেন কিন্তু কিছু বললেন না। কিছুদিন পর সেই ঘরের মালিক আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর কাছে আসলো। আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তাকে নিজের খাটে বসতে দিলেন, সে বসা ছিলো এমন সময় করীম বখশ নামক এক নাপিত (Barber) হুযুর (আ'লা হযরত) এর ক্ষৌরকর্ম করার জন্য এলো, সে এই চিন্তায় ছিলো যে, কোথায় বসবে? আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: ভাই করীম বখশ! দাঁড়িয়ে আছো কেন? মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই এবং সেই ব্যক্তির পাশে বসার জন্য বললেন, সে বসে গেলো, অতঃপর সেই (অহংকারী) ব্যক্তির রাগের এই অবস্থা হলো যে, যেন সাপ ফোঁসাচ্ছে, সে তখনি উঠে চলে গেলো, এরপর আর কখনো আসেনি। নিয়ম বহির্ভূত যখন অনেকদিন অতিবাহিত হয়ে গেলো তখন আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বললেন: এখন তো অমুক ব্যক্তি আসছে না! অতঃপর নিজেই বললেন: আমি এরূপ **অহংকারী** ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই না। **(হায়াতে আ'লা হযরত, ১/১০৫)**

**তু নে বাতিল কো মিঠা কর দ্বীন কো বখশী জিলা, সুন্নাতোঁ কো ফির জিলায়া এ্যয় ইমাম আহমদ রযা।**
**(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫২৫ পৃষ্ঠা)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই ঘটনা থেকে কয়েকটি মাদানী ফুল অর্জিত হয়: **(১)** যার অন্তরে **অহংকার** থাকে, সে গরীব বা সাধারণ মানুষদেরকে নিজের কাছে বসার উপযুক্তই মনে করে না। **(২) অহংকার** ও **দম্ভে** ভরা মানুষের উপর উপদেশ প্রভাব বিস্তার করা খুবই কঠিন এবং সে তার **অহংকারের** কারণে অনেক সময় নেক লোকের সহচর্য থেকেও বঞ্চিত হয়ে যায়। যেমনটি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ যখন **অহংকারীর** পাশে একজন নাপিতকে এটা বলে বসালেন যে, মুসলমানরা পরস্পর ভাই ভাই এবং এভাবে ইশারায় **অহংকারী** ব্যক্তিকে **অহংকার** করা ও মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিতে চেয়েছিলেন, তখন সেই ব্যক্তি উপদেশ গ্রহণ করার পরিবর্তে সেখান থেকে উঠে চলে গেলো এবং আ'লা হযরত

www.dawateislami.net

رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মতো **আল্লাহ্**র ওলীর সহচর্য থেকে বঞ্চিত হয়ে গেলো। **(৩) অহংকার** করা এবং কোন মুসলমানকে অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখা আমাদের বুযুর্গানে দ্বীনদের رَحِمَہُمُ اللّٰہُ تَعَالٰی নিকট খুবই অপছন্দনীয় আমল ছিলো, এই কারণেই যখন সেই **অহংকারী** ব্যক্তি আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর দরবারে আসা ছেড়ে দিলো, তখন তিনি বললেন: আমিও এরূপ ব্যক্তির সাথে সাক্ষাৎ করতে চাই না। **(৪) আল্লাহ্ তায়ালা**র নেক এবং মনোনীত বান্দারা ধনী গরীব, কালো সাদা, ব্যবসায়ী ও পেশাজীবি এবং জাত কুলের পার্থক্য না করেই সকল মুসলমানের সাথে ভ্রাতৃত্ব সুলভ আচরণ করতেন এবং সকল মুসলমানকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখতেন, এই কারণেই আ'লা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর মতো মহান ইলমী ও রূহানী ব্যক্তিত্ব একজন নাপিতকে নিজের খাটে বসাতে কোন প্রতিবন্ধকতা অনুভব করেননি। এমনি বিনয় ও নম্রতায় ভরপুর সুন্দর আচরণ সম্পর্কীত একটি ঘটনা মুহাদ্দীসে আমষ পাকিস্তান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এরও রয়েছে। যেমনটি

## গ্রামবাসীদের নিচে বসতে দেননি

মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ সরদার আহমদ চিশতী কাদেরী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیۡہِ এর খেদমতে দু'জন গ্রাম্য লোক একটি মাসআলা জানার জন্য উপস্থিত হলো। তিনি তখন খাটে উপবিষ্ট ছিলেন, গ্রাম্য লোক দু'টি তাঁর জ্ঞানের মর্যাদাকে সম্মান করে মাটিতেই বসতে লাগলো, কিন্তু তিনি বিনয় বশতঃ সেই গ্রাম্য লোক দু'টিকে জোর করে শুধু খাটে বসালেন না বরং খাটের শিয়রের দিকেই বসালেন। আদেশ পালনার্থে তাদের তাঁর সাথেই বসতে হলো এবং তিনি তাদের মাসআলার উত্তর প্রদান করলেন। (হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম, ১৯৩ পৃষ্ঠা)

**আ'পকে আখলাক থে, খালকে আযীম মুস্তফা, কিয়া মোবারক আ'প কে কিরদার থে শায়খুল হাদীস।**
**থে মুবাল্লিগ আ'প তাকরীমে শাগে লাওলাক কে, ওয়াসিফে আসহাব অউর আনসার থে শায়খুল হাদীস।**

**(হায়াতে মুহাদ্দীসে আযম, ৪০০ পৃষ্ঠা)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! **আল্লাহ্** ওয়ালাদের চরিত্র কিরূপ উচ্চ পর্যায়ের ছিলো যে, তারা নিজের ইলম ও আমল, তাকওয়া ও পরহেযগারী এবং উত্তম গুণাবলীর কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে নৈকট্যশীল, মানুষের দৃষ্টিতে সম্মানিত এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র সৃষ্টির মধ্যে বাস্তবিকই উত্তম হওয়ার

www.dawateislami.net

পরও নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করার পরিবর্তে **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য নম্রতা অবলম্বন করতেন, যেমনটি আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এবং মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর সম্পর্কে আমরা শুনলাম যে, তাঁরা তাঁদের নিকট আসা সাধারণ মানুষকেও সম্মান করতেন বরং মুহাদ্দীসে আযম পাকিস্তান رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ তো গ্রাম্য লোকদেরকেও নিজের খাটের শিয়রের দিকেই বসালেন, যাতে পায়ের দিকে বসার চেয়ে বেশী সম্মানিত করা হয়, নিঃসন্দেহে এই ব্যক্তিত্বরা জানতেন যে, কারো চেয়ে উত্তম হওয়া এবং নিজেকে অপরের চেয়ে উত্তম মনে করার মধ্যে পার্থক্য রয়েছে, **আল্লাহ্ তায়ালা**র দয়া ও অনুগ্রহে ধন ও সম্পদে, সৌন্দর্যে বা জ্ঞান ও প্রজ্ঞায় কারো চেয়ে উত্তম হওয়া কোন মন্দ বিষয় নয় কিন্তু **অহংকার** বশতঃ নিজেকে কোন মুনলমানের চেয়ে উত্তম মনে করা খুবই মন্দ কাজ। সুতরাং আমাদেরও উচিৎ, এই মোবারক ব্যক্তিত্বদের পদাঙ্ক অনুসরন করে **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির জন্য বিনয় অবলম্বন করা এবং **অহংকার** থেকে বিরত থাকা, নম্রতায় দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণই কল্যাণ নিহিত এবং **অহংকারে** ক্ষতিই ক্ষতি। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছেঃ যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে যতটুকু বিনয় প্রদর্শন করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার ততটুকু মর্যাদা সমুন্নত করে দেন, এমনকি তাকে **"আলা ইল্লিঈন"** (সর্বোচ্চ মর্যাদা) দান করেন আর যে ব্যক্তি **আল্লাহ্ তায়ালা**র সমকক্ষতায় যতটুকু **অহংকার** করে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে ততটুকুই অধঃপতিত করে দেন, এমনকি তাকে **"আসফালুস সা'ফিলিন"** (সর্বনিম্ন স্তরে) নামিয়ে দেন। (আল ইহসানে বিতারতিবি সহীহ ইবনে হাব্বান, কিতাবুল হাযর ওয়াল আবাহাতু, বাবুত তাওয়াযেয়ে ওয়াল কবর ওয়াল আজব, ৭/৪৭৫, হাদীসঃ ৫৬৪৯) এমনিভাবে অপর এক হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছেঃ যে আপন মুসলমান ভাইয়ের সামনে নম্রতা অবলম্বন করবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে উন্নতি দান করবেন এবং যে তার সামনে নিজের বড়ত্ব প্রকাশ করবে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে অপমানিত করে দেবেন। (আল মু'জামুল আওসাত, ৫/৩৯০, হাদীসঃ ৭৭১১)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই হাদীসে মোবারাকা সমূহে নিজেকে উত্তম ও উচ্চ মনে করা ব্যক্তিদের জন্য চিন্তার বিষয় বিদ্যমান রয়েছে যে, যে ব্যক্তি **অহংকারে**র কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা**র নিকট অপমান ও অপদস্ত হয়, তার দুনিয়ার সম্মান ও প্রভাব নিশ্চয় কোন কাজের নয়। কেননা, আসল সম্মান ও প্রভাব তো

www.dawateislami.net

এটাই যে, বান্দা **আল্লাহ্ তায়ালা**র সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে বিনয় অবলম্বন করে এবং **তাঁর** দরবারে সম্মানিত ও বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত হয়ে যায়। আসুন! বিনয় অবলম্বন করা এবং **অহংকারে**র ধ্বংসযজ্ঞতা থেকে বাঁচার প্রেরণা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করতে **অহংকারে**র নিন্দা সম্পর্কে চারটি **আল্লাহ্ তায়ালা**র বাণী শ্রবণ করি:

যেমনটি ১৪তম পারার সূরা নাহলের ২৩ নং আয়াতে **খোদায়ে রহমানে**র শিক্ষনীয় ইরশাদ হচ্ছে:

اِنَّهٗ لَا یُحِبُّ الْمُسْتَكْبِرِیْنَ ﴿۲۳﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিঃসন্দেহে তিনি **অহংকারী**দের পছন্দ করেন না।

২৪তম পারার সূরা মু'মিনের ৩৫ নং আয়াতে **রাব্বুল আলামিন** ইরশাদ করেন:

كَذٰلِكَ یَطْبَعُ اللّٰهُ عَلٰی كُلِّ قَلْبِ مُتَكَبِّرٍ جَبَّارٍ ﴿۳۵﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আল্লাহ্** এভাবেই মোহর করে দেন। **অহংকারী** ও অবাধ্য ব্যক্তির সমগ্র অন্তরের উপর।

২৪তম পারায় সূরা মু'মিনের ৬০নং আয়াতে **খোদায়ে জাব্বার** ইরশাদ করেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِیْ سَیَدْخُلُوْنَ جَهَنَّمَ دٰخِرِیْنَ ﴿۶۰﴾

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** নিশ্চয় সেসব লোক, যারা আমার ইবাদত থেকে **অহংকারে** বিমুখ হয়, তারা অবিলম্বে জাহান্নামে যাবে লাঞ্ছিত হয়ে।

৯ম পারায় সূরা আ'রাফের ১৪৬ নং আয়াতে **রাব্বুল ইবাদে**র বানী হচ্ছে:

سَاَصْرِفُ عَنْ اٰیٰتِیَ الَّذِیْنَ یَتَكَبَّرُوْنَ فِی الْاَرْضِ بِغَیْرِ الْحَقِّ

**কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:** এবং আমি আমার নিদর্শন সমূহ থেকে তাদের ফিরিয়ে দেবো, যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে নিজেদের **অহংকার** প্রকাশ করতে চায়।

মুফাসসীরে কোনআন হযরত সায়্যিদুনা ইবনে জুরাইজ رَحْمَةُ اللّٰهِ تَعَالٰی عَلَیْهِ এই শেষ আয়াত সম্পর্কে বলেন: এর উদ্দেশ্য হলো যে, **অহংকারী**রা না কোরআনের আয়াতের প্রতি চিন্তা ভাবনা করতে পারবে, না তা থেকে শিক্ষা গ্রহণ করতে পারবে।

**(ইহইয়াউল উলুম, কিতাবু যম্মিল কবর ওয়াল আজব, বাবু বয়ানি হাকিকাতুল কবর ওয়া আ'ফতাহু, ৩/৪২৩)**

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! বান্দার জন্য **অহংকার** কিরূপ ধ্বংসময় চরিত্র, **অহংকারী** ব্যক্তি কোরআনের আয়াত সম্পর্কে চিন্তা ভাবনা করা এবং তা থেকে শিক্ষা ও উপদেশ অর্জন করা থেকে বঞ্চিত হয়ে যায় এবং এমনই দূর্ভাগা যে, অপদস্ত ও অপমানিত হয়ে জাহান্নামে যাবে। اَلْاَمَانُ وَالْحَفِیْظ **(আল্লাহ্**র পানাহ)

দূর্ভাগ্যজনক ভাবে এরূপ সতর্কবাণীর পরও অনেক মূর্খ লোক **দম্ভ** ও **অহংকারে**র নেশায় এমনভাবে মত্ত থাকে যে, গরীব, ফকীর, মিসকিন, এতিম এমনিভাবে দ্বীনি বা দুনিয়াবী দিক দিয়ে নিজের চেয়ে কম মর্যাদাবানের প্রতি সম্মান করা, তাদের সালাম করা বা তাদের সালামের উত্তর দেয়া, তাদের সাথে আপনি বলে সম্বোধন করা, তাদের পাশে বসা বা তাদেরকে নিজের সাথে বসানো, তাদের ওখানে কোন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করা বা তাদেরকে নিজের এখানে কোন অনুষ্ঠানে দাওয়াত দেয়া, তাদের সাথে ভূল হয়ে যাওয়াতে ক্ষমা চাওয়া, তাদের সাথে বসে খাবার খাওয়া বা নিজের সাথে বসিয়ে খাওয়ানো, তাদের সাথে সম্পর্ক রাখা এবং তাদের সাথে সদ্যবহার করা ইত্যাদি নিজের সম্মানের খেলাফ মনে করে। যদি কোন দয়ালু মুসলমান তাকে মন্দ কাজে লিপ্ত দেখে উপদেশ করে বা ভূলে কোন মুসলমানের মুখ থেকে তাদের সম্মান বিরোধী কোন কথা বের হয়ে যায় তবে এই বেচারার তো দূর্ভাগ্যই এসে যায় এবং তাকে সবার সামনেই কড়া কড়া কথা শুনানো হয়, যেমন; আমাকে চেনো না আমি কে? তোমার সাহস কিভাবে হলো, আমার সামনে উচ্চস্বরে কথা বলার? নিজের অবস্থা তো দেখ! দু'টাকারও নয় আর আমাকে উপদেশ দিতে আসে, দুই মিনিটেই শিশুকালের দুধের কথা স্মরণ করিয়ে দেবো, একটি লাগিয়ে দিলে না! দিনেও তারা দেখবি! ইত্যাদি ইত্যাদি। মনে রাখবেন! সম্পদ ও রাজত্ব, পদ ও মর্যাদা, স্বাস্থ্য ও শক্তি, জাত ও বংশ, প্রভাব ও প্রতিপত্তি ইত্যাদি সবই অস্থায়ী ও ধ্বংসশীল, সুতরাং এই জিনিষের **অহংকারে** লিপ্ত হয়ে মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করা ব্যক্তিদের উচিৎ যে, সে যেন **দম্ভ** ও **অহংকারে**র ক্ষতিসমূহকে নিজের দৃষ্টিতে রাখে এবং বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে **আল্লাহ্ তায়ালা**র সৃষ্টির প্রতি সহানুভূতির প্রেরণা নিজের অন্তরে সৃষ্টি করুন, নয়তো মনে রাখবেন! যদি **অহংকারে**র কারণে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয়া হয় তবে **খোদার** কসম! জাহান্নামের আযাব সহ্য করা যাবে না। আসুন! **দম্ভ** ও **অহংকারে**র ধ্বংসলীলা সম্পর্কে **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর চারটি বাণী শ্রবণ করি এবং এই মন্দ স্বভাব থেকে সত্যিকার ভাবে তাওবা করি।

১. ইরশাদ হচ্ছে: নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি, যে নিজেকে ভাল মনে করলো এবং **অহংকার** করলো আর সবচেয়ে উত্তম ও মহামহিম **আল্লাহ্ তায়ালা**কে ভূলে গেলো।

(সুনানে তিরমিযী, কিতাবু সিফতিল কিয়ামাতে, ৪/২০৩, হাদীসঃ ২৪৫৬)

www.dawateislami.net

২. ইরশাদ হচ্ছেঃ নিশ্চয় জাহান্নামে একটি স্থান রয়েছে, যাতে **অহংকারী**দের নিক্ষেপ করে উপর থেকে বন্ধ করে দেয়া হবে।

(মাসাবিল আখলাক লিল খারাইতি, বাবু মা'জা ফি যম্মিল আজব ওয়াল কবর..., ২৩৪ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ৫৭৭)

৩. ইরশাদ হচ্ছেঃ **অহংকারী**দেরকে কিয়ামতের দিন পিপড়ার ন্যায় মানুষের আকৃতিতে উঠানো হবে যে, প্রত্যেক ছোট ছোট বস্তুই তার উপর প্রাধান্য লাভ করবে, অতঃপর তাদেরকে জাহান্নামের একটি জেলখানার দিকে হাঁকিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, যাকে "**বুলাস**" বলা হয়, সেখানে আগুন তাদেরকে আবৃত করে নিবে (শুধু তাই নয় বরং) তাদেরকে "**তিনাতুল খাবাল**" অর্থাৎ জাহান্নামীদের পূঁজ পান করানো হবে।

(মুসনাদে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল, মুসনাদে আব্দুল্লাহ্ বিন ওমর বিন আ'স, ২/৫৯৬, হাদীসঃ ৬৬৮৯)

৪. ইরশাদ হচ্ছেঃ যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ ঈমান থাকবে, সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে না এবং যার অন্তরে সরিষার দানা পরিমাণ **অহংকার** থাকবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

(মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাবু তাহরিমিল কবর ওয়া বয়ানুহু, ৬১ পৃষ্ঠা, হাদীসঃ ২৬৬)

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই হাদীসে পাকের আলোকে বলেনঃ জান্নাতে প্রবেশ হওয়া দ্বারা উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, **অহংকার** সহকারে কেউ জান্নাতে প্রবেশ করবে না বরং আযাব ভোগ করার মাধ্যমে বা **আল্লাহ্ তায়ালা**র ক্ষমা ও অনুগ্রহে **অহংকার** ও সকল মন্দ স্বভাব থেকে পূতঃপবিত্র হয়ে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (মিরকাতুল মাফাতিহ্, কিতাবুল আদাব, বাবুল গযবি ওয়াল কবর, ৮ম খন্ড, ৮২৮,৮২৯ পৃষ্ঠা)

আমীরে আহলে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه রাসূলের গোলামদের বুঝাতে নেকীর দাওয়াত সমৃদ্ধ মাদানী ফুল প্রদান করে তাঁর কালাম সমগ্র "**ওয়াসায়িলে বখশিশ**"এ বলেনঃ

খুব ইনসাঁ কো করতে হে রুসওয়া, জব যবাঁ বে লাগাম হোতি হে।
গর তাকাব্বুর হো দিল মে যররা ভর, সুন লো জান্নাত হারাম হোতি হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৪৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আপনারা শুনলেন তো! **অহংকার** কিরূপ ধ্বংসাত্মক রোগ, যে হতভাগার এই রোগ লেগে যায়, তাকে ধ্বংসযজ্ঞতার গতিপথে এনে দাঁড় করিয়ে দেয় এবং অবশেষে জাহান্নামের হকদার বানিয়ে দেয়, সুতরাং নিরাপত্তা এর মধ্যে রয়েছে, আমরা যেন আমাদের এই দূর্বল দেহের প্রতি দয়া করি এবং জাহান্নামের ধ্বংসযজ্ঞতার প্রতি নিজেকে ভীতি প্রদর্শন করি, যখনই নফস ও শয়তান কোন মুসলমানকে নিকৃষ্ট মনে করতে এবং **দম্ভ** ও **অহংকার** প্রদর্শন করতে উদ্বুদ্ধ করে তখন মানুষকে তার অতীত, বর্তমান এবং **আল্লাহ্ তায়ালা**র দানের প্রতি চিন্তা করা উচিৎ যে, পূর্বে আমিও অমুক অমুক নেয়ামত ও গুণ থেকে বঞ্চিত ছিলাম, আমার **প্রতিপালক আল্লাহ্ তায়ালা**র আমার প্রতি দয়া হলো এবং তিনি আমার মতো অযোগ্যকে **নিজ** নেয়ামত ও অশেষ গুণাবলী দ্বারা ধন্য করেছেন, কিন্তু এই নেয়ামত এবং গুণাবলীর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করার পরিবর্তে এর অবাধ্যতা করে **দম্ভ** ও **অহংকারে**র গুনাহে লিপ্ত হবো, এমন তো নয় যে, আমার বোধহীনতা ও অকৃতজ্ঞতার কারণে এসব নেয়ামত আমার থেকে ছিনিয়ে নেয়া হোক এবং যাকে আমি নিকৃষ্ট মনে করছি, তাকে দিয়ে দেওয়া হোক। আসুন! এপ্রসঙ্গে দু'টি ঘটনা শ্রবণ করি:

## নিজের যোগ্যতার কথা স্মরণ রাখি

আয়ায, সুলতান মাহমুদ গযনবী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَيۡهِ এর একজন সামান্য গোলাম ছিলো, অতঃপর উন্নতি করতে করতে তাঁর প্রিয় উজির হয়ে গেলো। আয়াযের সফলতা দরবারের হিংসুকদের চক্ষুশূলে পরিনত হলো। তারা সুযোগ খুজতে থাকতো যে, যেকোন ভাবেই আয়াযকে মাহমুদের দৃষ্টিতে মন্দ বানিয়ে দেয়ার। অবশেষে তারা একটি সুযোগ পেয়েই গেলো। কি হলো! আয়াযের অভ্যাস ছিলো যে, প্রতিদিন একটি বিশেষ সময়ে একটি রুমে চলে যেতো এবং কিছুক্ষণ অতিবাহিত করে ফিরে আসতো। দরবারীরা মাহমুদের কান ভারী করতে শুরু করলো যে, নিশ্চয় আয়ায শাহী ভান্ডার থেকে হের-ফের করে সম্পদ জমা করে রেখেছে, যা দেখার জন্য বিশেষ রুমে চলে যায়, সে এই রুমে তালা লাগিয়ে রাখে এবং অন্য কাউকে ভেতরে প্রবেশ করার অনুমতি দেয় না। মাহমুদের যদিও আয়াযের প্রতি অগাধ বিশ্বাস ছিলো, কিন্তু দরবারীদের আশ্বস্ত করার জন্য একজন উজিরকে বললো যে, সেই রুমের তালা

ভেঙ্গে ফেলো, সেখানে যা কিছু পাবে তা তোমাদের। উজির এবং অন্যান্য দরবারীরা আনন্দচিত্তে আয়াযের রুমে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু এটা কি! সেখানে একটি পুরোনো ময়লা যুক্ত পোশাক এবং সেন্ডেল ছাড়া আর কিছুই ছিলো না। দরবারীদের চোখ খোলা রয়ে গেলো। মাহমুদ আয়াযকে এই পোশাক ও সেন্ডেল সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে বললো: এগুলো আমার গোলামী অবস্থার স্মৃতি, যা দেখে দেখে আমি নিজের অতীতকে স্মরন করি এবং নিজেকে বর্তমান উন্নতির কারণে **অহংকারে** লিপ্ত হতে দিই না। (তাকাব্বুর, ৬৫ পৃষ্ঠা)

**দেয় দেয় ইয়া রব মুঝ কো ওয়াফা দর না ছুটে মুর্শিদ কা,**
**লব পে রাহে ব্যস এহি হে সদা পীর মেরা পেয়োরা পীর মেরা।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

سُبۡحٰنَ الله عَزَّوَجَلَّ শুনলেন তো আপনারা, যে লোকেরা নিজের অতীত অবস্থাকে স্মরন রাখে এবং পদ ও মর্যাদা পাওয়ার পরও নিজেকে বড় মনে করে না এবং **অহংকার** থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে, **আল্লাহ্ তায়ালা** তার মান ও মর্যাদাকে আরো বৃদ্ধি করে দেন, আসুন! এবার এমন এক ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহী ঘটনা শুনি, যার থেকে **দম্ভ** ও **অহংকারে**র কারণে নেয়ামত ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে।

## ভিক্ষুককে তিরস্কার করার কারণে নিজেই ভিক্ষুক হয়ে গেলো

এক সহায়হীন ভিক্ষুক এক ধনী ব্যক্তির সামনে ভিক্ষার হাত প্রসারিত করলো, কিন্তু ধনী ব্যক্তিটি ভিক্ষা দেয়ার পরিবর্তে উল্টো তাকে মুখের কড়া ভাষায় তীর মারা শুরু করলো এবং তাকে খুবই অপদস্থ করলো, ভিক্ষুকের মন ভেঙ্গে গেলো আর মন থেকে একটি দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললো: "তোমার রাগ করার কারণ সম্ভবত এটা যে, তোমার ভিক্ষা করার অপমানের কোন অনুভূতি নাই।" এই কথা শুনে ধনী ব্যক্তিটি রেগে অগ্নিশর্মা হয়ে গেলো এবং ভিক্ষুকটিকে গোলামকে দিয়ে ধাক্কা দিয়ে বাইরে বের করে দিলো। **আল্লাহ্ তায়ালা**র মর্জি এমনই ছিলো যে, সেই **অহংকারী** ধনী কিছুদিনের মধ্যেই নিঃস্ব হয়ে গেলো এবং খুবই অভাবে পড়ে গেলো, বন্ধু, আত্মীয় স্বজন এবং গোলাম ও দারোয়ান সবকিছুই শেষ হয়ে গেলো আর এই ব্যক্তি

www.dawateislami.net

পথে বসে গেলো। যেই গোলাম ভিক্ষুককে তার মুনিবের আদেশে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলো, তাকে এক নতুন ধনী মুনিব কিনে নিলো। এই মুনিব খুবই নম্র, সাহায্যকারী এবং দয়াময় ছিলো, গরীব ও ভিক্ষুকদের সাহায্য করার চেয়ে বেশী তার আর কোন বিষয়ে আনন্দ অনুভূত হতো না। এই কারণেই তার দরজায় ভিক্ষুকদের ভীড় লেগে থাকতো। এক রাতে কোন এক ভিক্ষুক তার দরজায় এসে হাঁক দিলো, গোলামটি ভিক্ষুককে সাহায্য করার নিয়্যতে দরজা খুলতেই চিৎকার করে উঠলো। কেননা, সামনে বিদ্যমান ভিক্ষুক আর কেউ নয়, তারই পুরোনো **অহংকারী** মুনিব ছিলো, নিজের পুরোনো মুনিবের এই অবস্থা দেখে গোলাম অশ্রুসিক্ত হয়ে গেলো এবং তাকে সাহায্য করে নিজের বর্তমান মুনিবের নিকট চলে গেলো। মুনিব যখন তার গোলামকে দুঃখিত ও অশ্রুসিক্ত দেখলো তখন জিজ্ঞাসা করলো: তোমাকে কি কেউ কোন কষ্ট দিয়েছে? একথা শুনে গোলাম তার পুরোনো মুনিবের সম্পূর্ণ কাহিনী তাকে বললো, সম্পূর্ণ কাহিনী শুনার পর মুনিব বললো: আমিই সেই ভিক্ষুক যাকে সে ধাক্কা দিয়ে বের করে দিয়েছিলো এবং আজ দেখো যে, সময়ের কায়া কিভাবে পাল্টে গেছে, কুদরত তাকে আমারই দরজায় ভিক্ষা প্রার্থনার জন্য এনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। (বুস্তানে সা'দী, বাবু দোম দর এহসান, ৮০ পৃষ্ঠা)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই ঘটনাটি বুদ্ধিমানদের জন্য আসলেই শোক মূলক শিক্ষণীয় বিষয় যে, যদি **আল্লাহ্ তায়ালা** ধন-সম্পদ, সৌন্দর্য্য বা যেকোন ভাবে আমাদেরকে অপরের উপর মর্যাদা দান করেন, তবে আমাদের **দম্ভ** ও **অহংকারে** লিপ্ত হয়ে অপরকে নিকৃষ্ট মনে করা, তাকে উপহাস করা, তিরস্কার করা এবং তাদের অপমান করার পরিবর্তে বুদ্ধিমত্তার পরিচয় দেয়া উচিৎ এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা উচিৎ, নয়তো মনে রাখবেন **আল্লাহ্ তায়ালার** গ্রেফতার খুবই কঠিন।

**ফখর ও গুরুর সে তু মওলা মুঝে বাঁচানা, ইয়া রব! মুঝে বানা দেয় পেয়কর তু আজিযী কা।**
**ঈমাঁ পে রব্বে রহমত দেয় দেয় তু ইস্তিকামত, দেয়তা হোঁ ওয়াসেতা মে তুঝ কো তেরে নবী কা।**
**(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৭৮ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

# “তাকাব্বুর” কিতাবের পরিচিতি

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! অহংকার** থেকে মুক্তি পেতে এবং এর দ্বীনি ও দুনিয়াবী ক্ষতি সম্পর্কে জানার জন্য **দা’ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত ৯৭ পৃষ্ঠা সম্বলিত “**তাকাব্বুর**” কিতাবটি অধ্যয়ন করা খুবই উপকারী। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ এই কিতাবে **অহংকার** থেকে বাঁচার ফযীলত, **অহংকারের** প্রকারভেদ, **অহংকারের** ক্ষতি সমূহ, **অহংকারের** ১৯টি নিদর্শন, **অহংকারের** বিভিন্ন স্তর, **অহংকারের** প্রতি উদ্বুদ্ধকারী ৮টি বিষয়, **অহংকারের** চিকিৎসা এবং এছাড়াও আরো অনেক জ্ঞান সমৃদ্ধ মাদানী ফুল সমূহকে খুবই সহজ ও শিক্ষামূলক ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, সুতরাং আজই এই কিতাবটি মাকতাবাতুল মদীনা থেকে উপযুক্ত মূল্যে সংগ্রহ করে নিন, নিজেও পড়ুন এবং অপরকেও পড়তে উৎসাহিত করুন। **দা’ওয়াতে ইসলামী**র ওয়েব সাইট www.dawateislami.net থেকেও এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ডাউনলোড (Download) এবং প্রিন্ট আউট (Print Out)ও করতে পারবেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** যদি আমরা ইতিহাসের কিতাব অধ্যয়ন করি তবে শিক্ষার অসংখ্য নমুনা আমাদের দৃষ্টিতে পড়বে, যেমন; অনেক এমন অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী লোকও ছিলো, যাদেরকে দুনিয়ায় ক্ষমতাবানদের মধ্যে গন্য করা হতো, যাদের নিকট নেয়ামতের ভান্ডার ছিলো, যাদের আদেশের খেলাফ করা যেন মৃত্যুকে দাওয়াত দেয়াই ছিলো, যারা দুনিয়ায় স্বদম্ভে চলাফেরা করতো, যাদের অত্যাচার ও দমনের শুধু কৃতিত্ব নয় বরং তাদের নাম শুনেই লোকেরা কেঁপে উঠতো, যারা মানুষদেরকে জুতার মতোই নিকৃষ্ট মনে করতো, মোটকথা হলো যে, তাদের **দম্ভ** ও **অহংকার** শেষ সীমায় পৌঁছে গিয়েছিলো, কিন্তু সম্ভবত তারা এই বিষয়ে উদাসীন ছিলো যে, একদিন তাদেরও মরতে হবে এবং নিজের কৃতকর্মের ফল ভোগ করতে হবে, অবশেষে মৃত্যুই এই **দাম্ভিক** ও **অহংকারী**দের নিজের কবলে নিয়ে মাটির সাথে মিশিয়ে দিয়েছে, তাদেরকে সুউচ্চ ও সুন্দর অট্টালিকা থেকে উঠিয়ে ছোট্ট ও অন্ধকার কবরের গর্তে নিক্ষেপ করলো, তাদের নাম সবসময়ের জন্য ব্যক্তিত্বের পাতা থেকে

মিটিয়ে দিয়েছে এবং অন্যদের জন্য শিক্ষার নিদর্শন বানিয়ে দিয়েছে। আসুন! এমনি এক অহংকারী বাদশাহের মৃত্যুর শিক্ষণীয় কাহিনী শ্রবণ করি এবং নসীহতের মাদানী ফুল কুঁড়িয়ে নিয়ে নিজের অন্তরের মাদানী পুস্পদানীতে সাজিয়ে নেয়ার চেষ্টা করি।

## অহংকারী বাদশাহের মৃত্যু

**দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"উয়ুনুল হিকায়াত"** ২য় খন্ডে রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা ওয়াহাব বিন মুনাব্বিহ رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: একজন অনেক বড় সাম্রাজ্যের বাদশাহ ইচ্ছা করলো যে, আমি পুরো সাম্রাজ্য ঘুরে বেড়াবো। সুতরাং সে তার উত্তম পোশাক আনালো কিন্তু তা পছন্দ হলো না, অতঃপর এর চেয়েও উত্তম পোশাক আনালো কিন্তু এটাও পছন্দ হলো না। অবশেষে অসংখ্য পোশাক থেকে তার পছন্দের পোশাক পেয়ে গেলো। অতঃপর ঘোড়া আনা হলে এর মধ্যে কোন ঘোড়াই তার পছন্দ হলো না, অবশেষে হাজারো ঘোড়ার মধ্য থেকে তার পছন্দের ঘোড়াটি পেয়ে গেলো। এবার বাদশাহ খুবই জাঁকজমক ভাবে সৈন্য বাহিনীর সাথে সফরে যাত্রা করলো, পথে অভিশপ্ত ইবলিশ প্রলুব্ধ করলে সে **দম্ভ** ও **অহংকারে**র আপদে লিপ্ত হয়ে গেলো এবং **স্বদম্ভে** রাজকীয় ভঙ্গিতে অগ্রসর হতে লাগলো। **দম্ভ** ও **অহংকারে**র কারণে জন সাধারণের দিকে চোখ তুলে তাকাতো না। পথে এক দূর্বল ও বৃদ্ধ ব্যক্তিকে ময়লা কাপড়ে দেখলো, সে সালাম দিলো কিন্তু বাদশাহ না এর উত্তর দিলো, না তার দিকে তাকালো। সে বললো: বাদশাহ! তোমার সাথে আমার জরুরী কাজ আছে। বাদশাহ তার কথা না শুনার ভান করলো। সে সামনে গিয়ে ঘোড়ার লাগাম ধরে ফেললো। বাদশাহ অস্থির হয়ে বললো: লাগাম ছাড়ো! তুমি এমন কাজ করেছো যে, তোমার পূর্বে এমন সাহস কেউ করেনি। বললো: তোমার সাথে আমার অনেক জরুরী কাজ আছে। বাদশাহ বললো: এখন তুমি আমাদের মেহমান হয়ে যাও! ফেরার পথে তোমার কথা শুনবো। বললো: না! খোদার কসম! আমার এখনই তোমার সাথে কাজ আছে। বাদশাহ বললো: বলো! কি কাজ? বললো: একটি গোপন কথা, আমি চাই যে, শুধু তুমিই জানো, এসো! তোমার কান আমার নিকট করো। বাদশাহ মাথা ঝুকালে সে বললো: আমি হলাম **মালাকুল মউত**, তোমার প্রাণ হরণ করতে এসেছি।

www.dawateislami.net

এ কথা শুনেই বাদশাহ ভয়ে থর থর করে কাঁপতে লাগলো, শরীরের রঙ পরিবর্তন হয়ে গেলো, সে ভীত কণ্ঠে বললো: এখন আমাকে কিছু সময় অবকাশ দিন, যেন আমি যে কাজে বের হয়েছি তা পূর্ণ করে আসতে পারি, অতঃপর তুমি যা চাও করো। **মালাকুল মউত** عَلَيْهِ السَّلَام বললো: **আল্লাহ্ তায়ালার** শপথ! তুমি তোমার সাম্রাজ্যকে এখন আর কখনোই দেখতে পারবে না। বাদশাহ মিনতী করে বললো: ঠিক আছে! আমাকে আমার পরিবারের নিকট যাওয়ার তো অবকাশ দিন। **মালাকুল মউত** عَلَيْهِ السَّلَام বললো: কখনো নয়, **খোদার** কসম! এখন তো তুমি আর কখনোই নিজের পরিবার পরিজনদের সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবে না। এ কথা বলেই তার প্রাণ হরণ করে নিলো এবং তার প্রাণহীন শরীর ঘোড়ার উপর থেকে মাটিতে এসে পড়লো। (উয়ুনুল হিকায়াত, ২য় খন্ড, ৩৭৫ পৃষ্ঠা)

**হে ইহাঁ চে তুঝ কো জানা এক দিন, কবর মে হোগা ঠিকানা এক দিন।**
**মুঁ খোদা কো হে দিখানা এক দিন, আব না গাফলত মে গুনওয়ানা এক দিন।**
**এক দিন মরনা হে আখির মউত হে, করলে জু করনা হে আখির মউত হে।**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ "মাদানী দাওরা"

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমাদের উচিৎ, এই আয়াতে মোবারাকা, হাদীসে করীমা এবং শিক্ষনীয় ও নসীহতের মাদানী ফুল সমৃদ্ধ কাহিনী থেকে শিক্ষা অর্জন করা এবং দম্ভ ও **অহংকার** আর এর ন্যায় অন্যান্য বাতেনী (গোপনীয়) রোগ সমূহ থেকে মুক্তি অর্জন করার জন্য তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত থাকুন, যেখানে উত্তম সহচর্য অর্জনের পাশাপাশি মাদানী প্রশিক্ষণের অনেক সুযোগও আসতে থাকবে, এছাড়াও ১২টি মাদানী কাজে স্বঃতস্ফূর্ত ভাবে অংশগ্রহণ করুন। ১২টি মাদানী কাজের মধ্যে একটি মাদানী কাজ হচ্ছে "**মাদানী দাওরা**", যার মাধ্যমে ঘরে ঘরে, দোকানে দোকানে গিয়ে মানুষদেরকে নেকীর দাওয়াত দেয়া হয়। সুন্নাত প্রশিক্ষণে জন্য সফরকারী মাদানী কাফেলার রুটিনে তো প্রতিদিন আছরের নামাযের পর "**মাদানী দাওরা**" এর ব্যবস্থা রয়েছে, এছাড়াও এলাকা, হালকায়ও প্রতি সপ্তাহে

www.dawateislami.net

এই মাদানী কাজটি সাংগঠনিক ভাবে নির্ধারণ করা আছে। অনেক সৌভাগ্যবান আশিকানে রাসূল সপ্তাহে একের চেয়েও অধিকবার **"মাদানী দাওরা"** করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে, **"মাদানী দাওরা"** নেকীর দাওয়াতের ফযীলত প্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ মাধ্যম, **"মাদানী দাওরা"** এর মাধ্যমে ইলমে দ্বীন শেখার ও শেখানোর সুযোগ সৃষ্টি হয়, **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে নফল ইতিকাফের সৌভাগ্য অর্জিত হয়, **"মাদানী দাওরা"** মাদানী প্রশিক্ষণের শ্রেষ্ঠ মাধ্যম। **"মাদানী দাওরা"** এর বরকতে সালামের সুন্নাতও প্রসার হয়। **"মাদানী দাওরা"**য় নফসের অপমান এবং **অহংকারের** চিকিৎসাও করা যেতে পারে, **"মাদানী দাওরা"** মাদানী কাফেলায় সফর করানোর মেশিন। **"মাদানী দাওরা" দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের উন্নতিকে প্রসার করে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ নেকীর দাওয়াত দেয়া তো এমন এক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব যে, সকল আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বরং স্বয়ং **সাইয়্যিদুল আম্বিয়া, মাহবুবে কিবরিয়া** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেও এই উদ্দেশ্যেই দুনিয়ায় প্রেরণ করা হয়েছিলো, যেমনটি আল্লামা যুরকানী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ **"শরহে মাওয়াহেব"** কিতাবে লিখেন: বিশেষ করে হজ্বের সময় **হুযুর নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মোবারক অভ্যাস ছিলো যে, যখন আরববাসীদের দূর দূরান্ত থেকে আসা গোত্র সমূহ মক্কায় একত্রিত হতো, তখন **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সকল গোত্রে **দাওরা** করে লোকদের ইসলামের দাওয়াত দিতেন। এমনিভাবে আরবে বিভিন্ন সময়ে অনেক মেলা হতো, যেখানে দূর দূরান্ত থেকে বিভিন্ন সম্প্রদায় এসে আরবে জমা হতো। এই মেলাগুলোতেও **হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইসলামের তবলীগ করার জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন। (শরহে মাওয়াহেব, যিকরে আরযুল মুস্তফা.., ২/৭৩) সুতরাং আমাদেরও নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করার জন্য **"মাদানী দাওরা"** এর ব্যবস্থা করতে থাকা উচিৎ। এই মাদানী কাজের বরকতে কিরূপ মাদানী পরিবর্তন সাধিত হয়, আসুন! এসম্পর্কে উৎসাহ গ্রহণার্থে একটি মাদানী বাহার শ্রবণ করি:

www.dawateislami.net

## "মাদানী দাওরা" এর বরকতে মসজিদ ভরে গেলো

এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারমর্ম হচ্ছে: সুন্নাতের প্রশিক্ষণে জন্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আশিকানে রাসূলের ১২ দিনের একটি মাদানী কাফেলা বাবুল মদীনা থেকে পাঞ্জাবের শহর "নুহাওয়া" এর একটি মসজিদে পৌঁছলো। মসজিদের দরজায় তালা দেয়া ছিলো, যেকোন ভাবে চাবি সংগ্রহ করে দরজা খুললে সবকিছুতেই ধুলা জমা ছিলো। মনে হচ্ছিলো যে, অনেকদিন ধরে মসজিদটি বন্ধ পড়ে ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আমরা মিলেমিশে পরিস্কার করলাম, "**মাদানী দাওরা**" করে শহরের লোকদের নেকীর দাওয়াত দিয়ে তাদেরকে মসজিদে আসার অনুরোধ করলাম। আফসোস! আমাদের ইখলাছের অভাবের কারণে একটি লোকও মসজিদের আসলো না, কিন্তু আমরা সাহস হারাইনি, **আল্লাহ্ তায়ালা**র নাম নিয়ে নিকটস্থ খেলার মাঠে প্রবেশ করলাম এবং ভয়ে ভয়ে খেলারত যুবকদেরকে নেকীর দাওয়াত দিলাম। اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তাদের মন বিগলিত হলো, অনেক যুবক সাথে সাথেই আমাদের সাথে চলে আসলো, মসজিদে এসে আমাদের সাথে নামায আদায় করলো এবং সুন্নাতে ভরা বয়ান শুনার সৌভাগ্য অর্জন করলো, আমাদের অনুরোধে তারা এই মসজিদকে আবাদ করার নিয়্যত করলো। এই দৃশ্য দেখে সেখানে উপস্থিত প্রায় ৭০ বছরের এক বৃদ্ধ অশ্রুসজল চোখে বলতে লাগলো: আমি তো মানুষদেরকে মসজিদ আবাদ করার জন্য বলতেই থাকতাম কিন্তু আমার কথা কেউ শুনতো না? اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ আজ আশিকানে রাসূলের আগমনে এবং "**মাদানী দাওরা**" এর বরকতে আমাদের মসজিদ আবাদ হয়ে গেলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই মাদানী বাহার থেকে "**মাদানী দাওরা**" এর বরকতের পাশাপাশি এই বিষয়েও সুন্দরভাবে অনুমান করা যায় যে, নেকীর দাওয়াতকে প্রসার করা এবং মসজিদ ভরো সংগঠনে আমাদের অংশীদারীত্ব কিরূপ আবশ্যক, সুতরাং আসুন! এই নেকীর কাজে **দা'ওয়াতে ইসলামী**কে সহযোগীতা করার জন্য এই পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, বরং শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর থেকে বাইয়াত গ্রহণ করে তাঁর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে

www.dawateislami.net

যান, আউলিয়ায়ে কামিলীনের সহচর্যে থাকা এবং তাঁদের থেকে ফয়য ও বরকত অর্জন করা নিঃসন্দেহে তা অনেক বড় একটি নেয়ামত। কেননা, তাঁদের সহচর্যে থাকা উচ্চ মর্যাদা এবং দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির উপায়, তাঁদের সহচর্যের বরকতে মানুষের জাহির ও বাতিন সজ্জিত হয়ে যায়, ইলম ও আমলের জযবা অর্জিত হয় এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** সন্তুষ্টি নসীব হয়। কিন্তু মনে রাখবেন! শয়তান কখনো এটি চায় না যে, মুসলমানরা **আল্লাহ্ ওয়ালাদের** হাতে বাইয়াত গ্রহণ করে **আল্লাহ্ তায়ালার** অনুগ্রহের অধিকারী হয়ে যাক। সুতরাং সে যেকোনভাবেই **আল্লাহ্ ওয়ালাদের** থেকে দূরত্ব করার চেষ্টা করতে থাকে, বরং অনেক সময় এই উদ্দেশ্যে তাদেরকে **দম্ভ** ও **অহংকারে** লিপ্ত করে দেয়। এই কারণেই অনেকে এরূপ ভেবে বসে যে, আমিতো পরিপূর্ণ ও অভিজ্ঞ হয়ে গেছি, এখন আমার আর কোন প্রশিক্ষণের প্রয়োজন নেই, আমার জ্ঞানও অন্যান্যদের চেয়ে বেশী, লোকেরা আমার প্রশংসা করে, আমাকে ভক্তি করে সালাম দেয় এবং আশেপাশে ঘোরাঘুরি করে, এখন আমার কোন পীর ও মুর্শিদের প্রয়োজন নেই এবং এভাবে সে **অহংকারের** শিকার হয়ে মুর্শিদে কামীলের সহচর্য এবং ফয়য ও বরকত ধেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। আসুন! এপ্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় ঘটনা শুনি:

## জান্নাত অদৃশ্য হয়ে গেলো

হযরত জুনাঈদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর এক মুরীদের অতি আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হয়ে গেলো যে, আমি পরিপূর্ণ হয়ে গেছে এবং এখন তার পীরের সহচর্য ও খেদমতে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। বরং একা থাকাই উত্তম। ব্যস সে গোপন হয়ে গেলো এবং হযরত সায়্যিদুনা জুনাঈদ বাগদাদী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ এর খেদমতে উপস্থিত হওয়া ছেড়ে দিলো। একরাতে সে দেখলো যে, কিছু লোক একটি উট নিয়ে আসলো এবং তাকে বলতে লাগলো যে, তারা তাকে নিতে এসেছে, যেন সে এই রাত জান্নাতে অতিবাহিত করে। সুতরাং তারা তাকে উটের আরোহী করে নিয়ে গেলো, এমনকি এমন এক স্থানে পৌঁছলো যা খুবই সুন্দর ছিলো, সেখানকার প্রতিটি বস্তু থেকে সৌন্দর্য্য টপকে পড়ছিলো, উন্নত খাবারের পাশাপাশি সুমিষ্ট পানির ঝর্ণাও প্রবাহিত ছিলো। সে সকাল পর্যন্ত সেখানকার স্বাদ গ্রহণ করতে থাকে এবং যখন সকাল হলো তখন সে নিজেকে নিজের হুজরায় দেখতে পেলো। এরূপ কয়েকদিন

www.dawateislami.net

অব্যাহত ছিলো যে, সে প্রতি রাতে এরূপ দেখতো যে, ফিরিশতারা তাকে বাহনের উপর বসিয়ে জান্নাতের ভ্রমন করাতো এবং বিভিন্ন ফলমূল খাওয়াতো, এমনকি সে **অহংকার** ও **দম্ভে**র শিকার হয়ে গেলো আর এই দাবী করতে লাগলো যে, তার অবস্থা সেই উৎকর্ষতা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে যে, তার রাত জান্নাতে অতিবাহিত হয়। লোকেরা এই সংবাদটি হযরত সায়িদুনা জুনাঈদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه কে বলে দিলে তিনি তার কাছে আসলেন এবং দেখলেন যে, সে খুবই **দম্ভ** সহকারে **অহংকার** নিয়ে বসে আছে। তিনি তার অবস্থা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে সে খুবই **দম্ভ** করে নিজের উচ্চ মর্যাদা এবং জান্নাতে ভ্রমনের কথা বললো। সুতরাং তিনি বললেন: আজকে যখন জান্নাতে যাবে তখন তিনবার لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم পাঠ করো। সে বললো: খুবই ভাল। সুতরাং প্রতিদিনের ন্যায় যখন সে জান্নাতে পৌঁছলো তখন স্মরণ আসাতে শুধুমাত্র অভিজ্ঞতা অর্জনের জন্য সে তিনবার لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيْم পাঠ করলো। তখন তাকে নিয়ে যাওয়া সকল লোকেরা চিৎকার দিয়ে পালিয়ে গেলো এবং সে দেখলো যে, তৎক্ষণাৎ জান্নাত তার দৃষ্টি থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলো এবং সে আবর্জনা ও খড়-খুটোময় স্থানে বসে আছে আর তার চারিদিকে মৃতের হাঁড় গোড় পড়ে আছে। তখনই সে বুঝে গেলো যে, এটি একটি শয়তানের ফাঁদ ছিলো এবং আমি সেই ফাঁদে ফেঁসে ছিলাম। সাথে সাথেই তাওবা করলো এবং নিজের পীর ও মুর্শিদ সায়্যিদুত তায়েফা হযরত সায়্যিদুনা জুনাঈদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه এর খেদমত উপস্থিত হয়ে গেলো। (কাশফুল মাহযুব, পৃষ্ঠা-৩৭৭-৩৭৮)

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** এই ঘটনা থেকে এই মাদানী ফুল অর্জিত হলো যে, যদিওবা আমরা অনেক নেককার হই, সকলের প্রিয়ও হই, লোকেরা আমাদের আশেপাশে ঘোরাঘুরিও করে এবং অকপটে আমাদের প্রতি নিজের ভক্তি প্রকাশ করে কিন্তু আমাদের উচিৎ যে, সকল আউলিয়ায়ে কিরামের আদব ও সম্মান করা এবং কখনোই নিজেকে নিজ পীর ও মুর্শিদকে প্রতিদ্বন্ধি না বানানো বরং নিজের প্রসিদ্ধি ও মর্যাদার বিপরীতে তাঁদের সহচর্যে উপস্থিতি এবং তাঁদের কদম বুচিকেই মহান সৌভাগ্য মনে করা, **অহংকারের** আপদ থেকে **আল্লাহ্ তায়ালার** কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতে থাকুন এবং **আল্লাহ্ তায়ালার** কৃতজ্ঞতা আদায় করুন যে, যিনি আমাদের **দা'ওয়াতে ইসলামীর** মাদানী পরিবেশ এবং **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে

www.dawateislami.net

আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর দয়াময় আঁচল দান করেছেন, যাঁর মাধ্যমে উন্নত মানের ইসলামী ভাবমুর্তির উপর আমাদের প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

মুঝ নাতোয়াঁ পে কর দো মুর্শিদ করম খোদারা, দেয় দো মুঝে সাহারা দেয় দো মুঝে সাহারা।
শিদ্দত কি বে বসী হে সখত আ'ফতোঁ নে ঘেরা, কর দো করম খোদারা দেয় দো মুঝে সাহারা।
(আত্তারী হোঁ আত্তারী, ৪৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

## জজ ও উকিল মজলিশ

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কোরআন ও সুন্নাতের বিশ্ব ব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী** যেমনিভাবে ১০৪টি বিভাগে দ্বীনে ইসলামের মাদানী বার্তা প্রসার করে যাচ্ছে, তেমনিভাবে "**উকালতি**"র সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদের সংশোধনের জন্য "**জজ ও উকিল মজলিশ**" এর মাধ্যমে তাদেরকে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশে সম্পৃক্ত করে, মাদানী উদ্দেশ্য "**আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।** اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ" অনুযায়ী জীবন অতিবাহিত করার এবং আখিরাতে চিন্তার মাদানী মানসিকতা দেয়ার কাজে সদা ব্যস্ত রয়েছে। এই বিভাগের আশিকানে রাসূলের ঘরে, অফিসে, বার এসোসিয়েশন ইত্যাদিতে বিভিন্ন সময়ে "মাদানী হালকা" এর ধারাবাহিকতা হতে থাকে, এই বিভাগের আশিকানে রাসূল সাপ্তাহিক ইজতিমা ও মাদানী মুযাকারায়ও অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করে থাকে। প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনার চেষ্টায় এই বিভাগের সাথে সম্পৃক্ত ব্যক্তিদেরকেও কোরআনের শিক্ষার আলোতে আলোকিত করার জন্য প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা এর ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, যাতে কোরআনে করীমের শিক্ষা **ফিসাবিলিল্লাহ্** দেয়া হয়। **আল্লাহ্ তায়ালা** এই **জজ ও উকিল মজলিশ**কে উত্তোরোত্তর উন্নতি দান করুনক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মকবুল জাহাঁ ভর মে হো দা'ওয়াতে ইসলামী, সদকা তুঝে এ্যয় রাব্বে গাফ্ফার মদীনে কা। اٰمِين

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমরা **অহংকারে**র ধ্বংসলীলা সম্পর্কে শ্রবণ করলাম যে, তা দুনিয়া ও আখিরাতে ক্ষতির কারণ। সুতরাং আমাদেরকে এর থেকে মুক্তি অর্জন করা খুবই জরুরী এবং যেভাবে শারীরিক রোগের চিকিৎসা করার জন্য আমরা বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করে থাকি তেমনিভাবে বরং এর চেয়েও বেশী **অহংকারে**র ন্যায় বাতেনী ও আধ্যাত্মীক রোগের চিকিৎসার কথা ভেবে এর জন্যও আমলিভাবে অগ্রগামী হওয়া চাই। আসুন! **অহংকার** থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য কয়েকটি মাদানী ফুল শ্রবন করি এবং আমল করার চেষ্টা করি।

## অহংকার থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য কয়েকটি মাদানী ফুল

❀ **অহংকার** থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য এভাবে "ফিকরে মদীনা" (অর্থাৎ নিজেকে নিরীক্ষণ) করুন যে, কাল যখন কিয়ামত অনুষ্ঠিত হবে এবং প্রত্যেকে নিজের কৃতকর্মের হিসাব দেবে তখন আমাকেও আপন প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালা**র দরবারে নিজের আমলের হিসাব দিতে হবে, যদি **অহংকারে**র কারণে আমার প্রতিপালক **আল্লাহ্ তায়ালা** আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে যায় এবং আমাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করে দেয় তবে জাহান্নামের ভয়াবহ শাস্তি কিভাবে সহ্য করবো? এভাবে নিজেকে নিরীক্ষণ (Self Accountability) করাতে اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ **অহংকার** থেকে বাঁচতে যথেষ্ট সাহায্য অর্জিত হবে। ❀ **অহংকার** এবং অন্যান্য পাপাচার থেকে মুক্তির জন্য দোয়ার সহায়তা নিন। কেননা, **দোয়া মু'মিনের হাতিয়ার**। সুতরাং দোয়া করুন: **হে আল্লাহ্**! আমি নেককার হতে চাই, **অহংকার** ও অন্যান্য সকল পাপ থেকে বাঁচতে চাই, কিন্তু নফস ও শয়তান আমাকে আঁকড়ে ধরে রেখেছে, তুমি তাদের বিপরীতে আমাকে সফলতা দান করো, আমাকে নেককার বানিয়ে দাও, বিনয়ের অধিকারী বানিয়ে দাও।

গুনাহগার হোঁ মে লায়েকে জাহান্নাম হোঁ, করম চে বখশ দেয় মুঝকো না দেয় সাজা ইয়া রব!
রেহাই মুঝ কো মিলে কাশ! নফস ও শয়তান চে, তেরে হাবীব কা দেয়তা হোঁ ওয়াসেতা ইয়া রব!
গুনাহ বে আদত অউর জুরম ভি হে লা তাদাদ, মুয়াফ কর দেয় না সেহ পা'ওঙ্গা সাজা ইয়া রব!
মে করকে তাওবা পলট কর গুনাহ করতা হোঁ, হাকীকি তাওবা কা কর দেয় শরফ আতা ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৭৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

❀ **অহংকার** থেকে বাঁচার জন্য নিজের দোষ ত্রুটির প্রতি দৃষ্টি রাখা অনেক উপকারী এবং নিজের আচার ও আচরণে তাকওয়া দ্বারা সৌন্দর্য্য প্রদান করা দোষ ত্রুটির পরিচিতির জন্য খুবই সহায়ক ভূমিকা রাখে। ❀ **অহংকারে**র একটি চিকিৎসা এটাও যে, যখন **অহংকারে** লিপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তবে বান্দা যেন এর ক্ষতি এবং শাস্তির প্রতি গভীরভাবে চিন্তা করে, যাতে তার মাঝে এই ধ্বংসাত্মক আমল অর্থাৎ **অহংকার** থেকে বাঁচার প্রেরণা সৃষ্টি হয়। ❀ **অহংকার** থেকে মুক্তি পেতে বিনয় অবলম্বন করা এবং গরীবদের সাথে বসা অতিশয় উপকারী, বিনয় হচ্ছে **অহংকারে**র বিরোধী, বিনয় দ্বারা পরিপূর্ণ অন্তরে **অহংকারে**র কোন স্থান নেই। যেমনটি হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: বিনয় অবলম্বন করো এবং মিসকীনদের সাথে বসো, **আল্লাহ্ তায়ালা**র মহা মর্যাদাশীল বান্দা হয়ে যাবে এবং **অহংকার** থেকেও মুক্ত হয়ে যাবে। (কানযুল উম্মাল, কিতাবুল আখলাক, কিসমুল আকওয়াল, ২য় অংশ, ১/৪৯, হাদীসঃ ৫৭২২) ❀ **অহংকার** থেকে মুক্তির জন্য প্রত্যেক মুসলমানকে সালাম করুন বরং প্রথমে সালাম করুন, হোক সে ধনী বা গরীব, বড় বা ছোট। আমাদের **প্রিয় আক্বা, মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তো শিশুদেরও প্রথমে সালাম করতেন। হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِىَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ কয়েকজন যুবকের পাশ দিয়ে গমন করেন তখন তাদের সালাম করেন, অতঃপর বলেন: **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও এমনি করতেন। (বুখারী, কিতাবুল ইস্তি'যান, বাবু তাসলীম আলাস সাবইয়ান, ৪/১৭০, হাদীসঃ ৬২৪৭) ❀ **অহংকার** থেকে মুক্তির অর্জনের জন্য নিজের কাজ নিজে করার চেষ্টা করুন এবং নিজের মালামাল নিজেই বহন করুন। হাদীসে পাকে বর্ণিত রয়েছে: যে ব্যক্তি নিজের মালামাল নিজেই বহন করলো, সে **অহংকার** থেকে মুক্ত হয়ে গেলো। (শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি হুসনুল খুলক, ফসল ফিত তাওয়াযেয়ে, ২/২৯২, হাদীসঃ ৮২০১) ❀ এমনিভাবে সদকা ও দান করতে থাকাও অন্তরে মুসলমানদের জন্য সহানুভূতি সৃষ্টি করে এবং **অহংকার** থেকে বাঁচার উপায়। **প্রিয় মুস্তফা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী হচ্ছে: মুসলমানের সদকা বয়স বৃদ্ধির মাধ্যম এবং মন্দ মৃত্যু থেকে বাচিঁয়ে রাখে আর **আল্লাহ্ তায়ালা** এর কারণে **অহংকার** ও দম্ভ এবং দারিদ্রতাকে দূর করে দেয়। (মু'জামুয যাওয়ায়িদ, কিতাবুয যাকাত, বাবু ফসলিস সদকা, ৩/২৮৪, হাদীসঃ ৪৬০৯) ❀ **অহংকার** থেকে মুক্তি অর্জনের একটি পদ্ধতি হলো, যখন কারো সাথে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়, অতঃপর আপনি জেনে যান যে, সে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত তবে বিরোধ করার পরিবর্তে মেনে নিন।

www.dawateislami.net

অতঃপর তার সামনে এই বিষয়টি স্বীকার করে সত্য কথার জন্য তার প্রশংসাও করুন যে, আপনি সঠিক বলেছেন, **আল্লাহ্ তায়ালা** আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। সত্যকে স্বীকার করার এই ঘোষনা যদিও নফসের জন্য খুবই কষ্টকর, কিন্তু ধারাবাহিকভাবে এরূপ করতে থাকায় সত্যকে স্বীকার করা আমাদের অভ্যাসে পরিনত হয়ে যাবে এবং এর বরকতে **অহংকার** থেকেও মুক্তি অর্জিত হবে। ❀ **অহংকার** থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য নিজের সাথীর সাথে বা কোন মাহফিলে কখনোই অন্তরে এই আকাঙ্ক্ষাকে স্থান দেবেন না যে, আমাকে আলাদা সম্মান দেয়া হোক, উচ্চ স্থানে বসানো হোক, আমাকে সাধর-সম্ভাষন করা হোক। হ্যাঁ! যদি কেউ নিজে থেকেই আপনাকে বিশেষ স্থানে বসার অনুরোধ করে তবে তা গ্রহণ করাতে কোন সমস্যা নাই। আমীরুল মু'মিনীন হযরত সায়্যিদুনা মাওলা আলী كَرَّمَ اللهُ تَعَالٰی وَجۡهَهُ الۡكَرِیۡم কোথাও তাশরীফ গ্রহণ করেছেন, বাড়ির মালিক হযরতের জন্য আসনের ব্যবস্থা করলেন, তিনি তাতে আসন গ্রহণ করলেন এবং বললেন: কোন গাধাই সম্মানের বিষয়টি গ্রহণ করবে না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৭২০) ❀ **অহংকার** থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য অপরকে বিনা কারণে নিজের কাছে ডাকার পরিবর্তে নফসের **অহংকার**কে ভেঙ্গে চুরমার করতে যথাসম্ভব নিজে গিয়েই সাক্ষাৎ করুন। ❀ **অহংকার** থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য গরীবের দাওয়াতও গ্রহণ করুন। শুধুমাত্র ধনীদের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধি করাতে এবং তাদের ওখানে দাওয়াতে যাওয়ার অভ্যাস গড়বেন না বরং আপনার পরিচিতের মধ্যে গরীবদেরও অর্ন্তভূক্ত করুন এবং যখন তারা আপনাকে দাওয়াত দেয় তখন তা গ্রহণ করুন। ❀ **অহংকার** থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য সাধারণ পোশাক পরিচ্ছেদ পরিধান করুন। সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরিকা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَةُ اللهِ تَعَالٰی عَلَیۡهِ লিখেন: **অহংকার** প্রকাশার্থে যে পোশাক হবে, তা নিষেধ, **অহংকার** আছে কি নাই? তা এভাবে চিহ্নিত করুন যে, এই পোশাক পরিধান করার পূর্বে নিজের মনের মাঝে যে অবস্থা বিরাজ করছিলো, যদি পরিধান করার পরও একই অবস্থা থাকে, তবে বুঝা গেলো যে, এই পোষাকের দ্বারা **অহংকার** সৃষ্টি হয় না। যদি সেই অবস্থা এখন আর নেই পরিবর্তন হয়ে গেছে, তবে **অহংকার** এসে গেছে। সুতরাং এমন পোশাক পরিধান করা থেকে বিরত থাকুন। কেননা, **অহংকার** খুবই মন্দ স্বভাব। (বাহারে শরীয়াত, ৩য় অংশ, ১৬/৪০৯)

www.dawateislami.net

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** আমরা **অহংকারে**র পরিণতি এবং মুসলমানদের নিকৃষ্ট মনে করার নিন্দা সম্পর্কে শ্রবণ করলাম যে, **অহংকারী** ব্যক্তি অনেক গুনাহ এবং আখিরাতের আপদে লিপ্ত হয়ে যায়।

❀ **অহংকারী**রা যা নিজের জন্য পছন্দ করে তা অপরের জন্য পছন্দ করে না। ❀ **অহংকারী**রা বিনয়ের মতো মহান গুণ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়। ❀ মুসলমানের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষের নিকৃষ্ট স্বভাব তার অন্তরে **অহংকারে**র শেকড়কে শক্তিশালী করে নেয়। ❀ **অহংকারী**রা রাগ থেকে বাঁচতে পারে না। ❀ **অহংকারী**দের অন্তরে মুসলমানের কল্যাণ কামনার প্রেরণা থাকে না। ❀ **অহংকারী** দূর্ভাগারা উপদেশ গ্রহণ করাকে সহ্য করতে পারে না। ❀ **অহংকারে**র স্বভাব তাকে নেক কাজ থেকে দূরে এবং মন্দ কাজ করতে বাধ্য করে দেয়। ❀ **অহংকারী**রা নেক লোক বরং বুযুর্গদের সহচর্য থেকেও নিজেকে দূরে রাখে। ❀ **অহংকারী**র সবচেয়ে বড় দূর্ভাগ্য হলো যে, **অহংকারে**র কারণে **আল্লাহ্ তায়ালা** তাকে পছন্দ করে না।

সুতরাং আমাদেরও উচিৎ যে, **অহংকার** থেকে বাঁচার যে চিকিৎসা আমরা শ্রবণ করলাম, সেই অনুযায়ী নিজেকে এই আপদ থেকে বাঁচাতে এবং বিনয় অবলম্বন করার চেষ্টা করা আর এই বিষয়টি স্মরণে রাখা যে, হাদীসে পাকের আলোকে সরিষার দানা পরিমানও **অহংকার** কাল কিয়ামতের দিন জান্নাতে প্রবেশে প্রতিবন্ধক হয়ে যাবে।

**আল্লাহ্ তায়ালা আপন মাদানী হাবীব** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসীলায় আমাদের সকলকে **দম্ভ** ও **অহংকারে**র আপদ থেকে নিরাপদ রাখুক এবং বিনয় ও নম্রতার অনুসারী বানান আর মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ততা দান করুক ও ঈমান ও নিরাপত্তার সহিত মদীনা শরীফে শাহাদতের মৃত্যু দান করুক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

**প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা!** বয়ান শেষ করার পূর্বে সুন্নাতের ফযীলত এবং কতিপয় "সুন্নাত ও আদব" বয়ান করার সৌভাগ্য অর্জন করছি। **মদীনার তাজেদার, হুযুরে আনওয়ার** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি আমার সুন্নাতকে

www.dawateislami.net

ভালবাসলো, সে (মূলত) আমাকে ভালবাসলো। আর যে আমাকে ভালবাসলো, সে আমার সাথে জান্নাতে থাকবে।" (মিশকাতুল মাসাবীহ, ২য় খন্ড, ৫৫ পৃষ্ঠা, হাদীস-১৭৫)

সীনা তেরী সুন্নাত কা মদীনা বনে আক্বা, জান্নাত মে পরোসী মুঝে তুম আপনা বানানা।

## সালামের সুন্নাত ও আদব

আসুন! সালাম সম্পর্কে কিছু মাদানী ফুল শ্রবণ করি: ❀ মুসলমানের সাথে সাক্ষাতের সময় তাকে সালাম করা সুন্নাত। ❀ মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াতের ১৬ তম খন্ডের ১০২ পৃষ্ঠায় লিখিত অংশ বিশেষের সারমর্ম হচ্ছে: সালাম করার সময় অন্তরে যেন এ নিয়্যত থাকে যে, আমি যাকে সালাম করছি তার সম্পদ ও মান সম্মান সবকিছু আমার হিফাযতে এবং আমি এসব কিছুর কোন বিষয়ে হস্তক্ষেপ করাকে হারাম মনে করছি। ❀ দিনে যতবার সাক্ষাত হয়, এক রুম থেকে অন্য রুমে বারবার আসা যাওয়াতে সেখানে উপস্থিত মুসলমানদেরকে সালাম করা সাওয়াবের কাজ। ❀ আগে সালাম করা সুন্নাত। ❀ প্রথমে সালামকারী **আল্লাহ্ তায়ালার** নৈকট্যশীল। ❀ প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত। যেমনটি **আমাদের প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: প্রথমে সালাম প্রদানকারী অহংকার থেকে মুক্ত। (শুয়াবুল ঈমান, ৬ষ্ঠ খন্ড, ৪৩৩ পৃষ্ঠা) ❀ উত্তরে وَعَلَيْكُمُ السَّلَامُ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهٗ বলে ৩০টি নেকী অর্জন করা যেতে পারে। ❀ সালামের উত্তর সাথে সাথে এবং এতটুকু আওয়াজে দেওয়া ওয়াজিব যে, যেন সালাম প্রদানকারী শুনতে পায়।

বিভিন্ন সুন্নাত শিখার জন্য মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ২টি রিসালা, **"১০১ মাদানী ফুল"** এবং **"১৬৩ মাদানী ফুল"** হাদিয়া দিয়ে সংগ্রহ করে পাঠ করুন। সুন্নাত প্রশিক্ষনের একটি সর্বোত্তম মাধ্যম হচ্ছে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করা।

ইলম হাসিল করো, জাহিল যায়িল করো, পাও গে রাহাতে, কাফেলে মে চলো।
সুন্নাতে সিখনে, তিন দিন কে লিয়ে, হার মাহিনে চলেঁ, কাফেলে মে চলো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

# দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক ইজতিমায় পঠিত ৬টি দরূদ শরীফ ও ২টি দোয়া

## (১) বৃহস্পতিবার রাতের দরূদ শরীফ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبَارِكْ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ الْحَبِيْبِ
الْعَالِى الْقَدْرِ الْعَظِيْمِ الْجَاهِ وَعَلٰى اٰلِهٖ وَصَحْبِهٖ وَسَلِّمْ

বুযুর্গরা বলেছেন: যে ব্যক্তি প্রত্যেক জুমার রাতে (বৃহস্পতিবার দিবাগত রাত) এ দরূদ শরীফ নিয়মিতভাবে কমপক্ষে একবার পাঠ করবে মৃত্যুর সময় **তাজেদারে মদীনা, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত লাভ করবে এবং কবরে প্রবেশ করার সময় এটাও দেখবে যে, **রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সম, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আপন রহমতপূর্ণ হাতে তাকে কবরে রাখছেন।

(আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সাদিসাতু ওয়াল খামসূন, ১৫১ পৃষ্ঠা থেকে সংকলিত)

## (২) সমস্ত গুনাহের ক্ষমা:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَسَلِّمْ

হযরত সায়্যিদুনা আনাস رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ থেকে বর্ণিত; **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে যদি সে দাঁড়ানো থাকে তবে বসার পূর্বে আর বসা থাকলে দাঁড়ানোর পূর্বে তার গুনাহ ক্ষমা করে দেয়া হবে।" (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুল হাদীয়াতু আশারা, ৬৫ পৃষ্ঠা)

## (৩) রহমতের ৭০টি দরজা:

صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّدٍ

যে ব্যক্তি এ দরূদ শরীফ পাঠ করবে তার উপর রহমতের ৭০টি দরজা খুলে দেয়া হয়। (আল ক্বওলুল বদী, দ্বিতীয় অধ্যায়, ২৭৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

## (৪) ছয়লক্ষ দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ عَدَدَ مَا فِيْ عِلْمِ اللهِ
صَلَاةً دَائِمَةً بِدَوَامِ مُلْكِ اللهِ

হযরত আহমদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ কতিপয় বুযুর্গদের থেকে বর্ণনা করেন: এ দরূদ শরীফ একবার পাঠ করলে ছয়লক্ষবার দরূদ শরীফ পাঠ করার সাওয়াব অর্জন হয়। (আফযালুস সালাওয়াতি আ'লা সায়্যিদিস সাদাত, আস সালাতুস সানিয়াতু ওয়াল খামসূন, ১৪৯ পৃষ্ঠা)

## (৫) নবী করীম ﷺ এর নৈকট্য লাভ:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

একদিন এক ব্যক্তি আসলো **হুযরে আনওয়ার** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁকে নিজের এবং সিদ্দীকে আকবর رَضِيَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ এর মাঝখানে বসালেন এতে সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আশ্চার্যান্বিত হলেন যে এ সম্মানিত লোকটি কে! যখন তিনি চলে গেলেন তখন **হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: "সে যখন আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করে তখন এভাবে পড়ে।" (আল ক্বউলুল বদী, প্রথম অধ্যায়, ১২৫ পৃষ্ঠা)

## (৬) দরূদে শাফায়াত:

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّاَنْزِلْهُ الْمَقْعَدَ الْمُقَرَّبَ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

**উম্মতের শাফায়াতকারী, নবী করীম, রাউফুর রাহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তি এভাবে দরূদ শরীফ পাঠ করবে, তার জন্য আমার শাফায়াত (সুপারিশ) ওয়াজীব হয়ে যায়।"

(আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকর ওয়াদ দোয়া, ২, ৩২৯, হাদীস: ৩০)

www.dawateislami.net

## (১) এক হাজার দিনের নেকী:

جَزَی اللّٰہُ عَنَّا مُحَمَّدًا مَا ھُوَ اَھْلُہٗ

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنۡہُمَا থেকে বর্ণিত, **মক্কী মাদানী আক্বা, উভয় জাহানের দাতা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "এ দোয়া পাঠকারীর সত্তরজন ফিরিশতা এক হাজার দিন পর্যন্ত নেকী সমূহ লিখতে থাকেন।"

**(মাজমাউয যাওয়ায়িদ, কিতাবুল আদইয়াহ, বাবু কাইফিয়াতুস সালাত...শেষ পর্যন্ত, ১০/২৫৪, হাদীস: ১৭৩০৫)**

## (২) যেন শবে কদর পেয়ে গেলো:

لَا اِلٰہَ اِلَّا اللّٰہُ الۡحَلِیۡمُ الۡکَرِیۡمُ سُبۡحَانَ اللّٰہِ

رَبِّ السَّمٰوٰتِ السَّبۡعِ وَرَبِّ الۡعَرۡشِ الۡعَظِیۡمِ

সহনশীল দয়ালু **আল্লাহ্** ব্যতিত ইবাদতের উপযোগী কেউ নেই। **আল্লাহ্ তায়ালা** পবিত্র, যিনি সপ্ত আসমান ও আরশে আযীমের মালিক ও প্রতিপালক।

**ফরমানে মুস্তাফা** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم: যে ব্যক্তি রাতে এ দোয়া তিনবার পড়ে নিবে সে যেন শবে কদর পেয়ে গেলো। **(তারীখে ইবনে আসাকীর, ১৯/৪৪১৫)**

www.dawateislami.net